দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ ... 20 JUN 2007 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

এবার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বিতর্কিত সদস্যরা সরে দাঁড়াচ্ছেন!

স্টাফ রিপোর্টার ॥ পিএসসির পর এবার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বিতর্কিত সদস্যরা স্বেচ্ছায় সরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত কমিশনের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে আলাপ প্রসঙ্গে কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান প্রয়োজনে অন্যান্য কমিশনের সদস্যদের মতো এই কমিশনের সদস্যদেরও স্বেচ্ছায় পদত্যাগের বিষয়টি উল্লেখ করেন। এর আগে মন্ত্রণালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অভ্যন্তরীণ অনিয়ম তদন্তের জন্য নির্দেশ আসার পর এ বিষয়টি মঙ্গলবার কমিশনের বৈঠকে আলাপ হলো বলেও সূত্র জানায়। এ ব্যাপারে কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেছেন, "কোন সদস্যকে কোনভাবেই পদত্যাগ করার জন্য আমি বলিনি। তবে মন্ত্রণালয় থেকে কমিশনের অভ্যন্তরীণ নানা অনিয়মের ব্যাপারে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবর ও অন্যান্য অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দেয়ার কারণে কিছু প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। সেই আলোচনায় উঠে আসে, এখন অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও কমিশনে সংস্কার চলছে। সে ধরনের সংস্কারের স্বার্থে এই কমিশনের বর্তমান সদস্যদের স্বেচ্ছায় পদত্যাগের বিষয়টিও সামনে আসতে পারে।"

প্রসঙ্গত, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন এবং সর্বশেষ সরকারী কর্মকমিশন থেকে বিতর্কিত সদস্যরা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। নির্বাচন কমিশন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন যোগ্য এবং সর্বজন গ্রহণযোগ্যদের দিয়ে পুনর্গঠন করা হয়। সরকারী কর্মকমিশনও পুনর্গঠনের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বজন গ্রহণযোগ্য শিক্ষক ও নগর বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাত অধ্যাপক নজরুল ইসলাম খানকে নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু বিএনপি-জামায়াত সরকারের আমলে নিয়োগ দেয়া কমিশনের অন্য পাঁচ সদস্য এখনও কমিশনে রয়ে গেছেন। এই পাঁচজনকে নিয়েই বিভিন্ন সময়ে নানা বিতর্ক উঠেছে। নানা অনিয়মের সঙ্গে তাঁদের সম্পৃক্তার অভিযোগও উঠেছে। বিশেষত, সদস্যদের মধ্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বহুল বিতর্কিত। তাঁরাও বহাল তবিয়তে রয়েছেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বিতর্কিত সদস্যদেরও অন্য কমিশনের সদস্যদের মধ্যে স্বেচ্ছায় সরে যাওয়া এবং সর্বজন গ্রহণযোগ্য ও প্রাজ্ঞ শিক্ষকদের দিয়ে কমিশন পুনর্গঠনের আহ্বান আসতে থাকে বিভিন্ন মহল থেকে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিগত সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ভেতরে নানা অনিয়মের অভিযোগ ও এ সংক্রান্ত খবর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার

(১১- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

(১২-এর পাতার পর) **এবার বিশ্ববিদ্যালয়**

পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এসব অনিয়মের ব্যাপারে তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয়। এ ছাড়া প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকেও অনিয়মের অভিযোগগুলো গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখার নির্দেশ আসে। মঙ্গলবারের বৈঠকে এসব অনিয়মের তদন্ত কিভাবে করা হবে তার ব্যাপারে আলোচনা হয়। ওই বৈঠকে চেয়ারম্যানসহ কমিশনের পাঁচ সদস্য এবং সচিব ছাড়া আর কেউই উপস্থিত ছিলেন না। বৈঠকে চেয়ারম্যান আলাপ প্রসঙ্গে প্রয়োজনে কমিশনের বর্তমান সদস্যদের অন্য কমিশনের সদস্যদের স্বেচ্ছায় পদত্যাগের বিষয়টিও উল্লেখ করেন।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, "আমি কোনভাবে কোন সদস্যকে পদত্যাগ করতে বলিনি। বরং আমি তাদের নিয়ে তদন্ত কমিটি করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে যাচ্ছি। মঙ্গলবার যে বৈঠক হয় সেখানে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় ও মন্ত্রণালয় থেকে কমিশনের অভ্যন্তরীণ কিছু অনিয়মের ব্যাপারে যে তদন্তের নির্দেশ আসে সে ব্যাপারে আমরা আলোচনা করি। কিভাবে তদন্ত হবে সে বিষয়টিও আলোচিত হয়। এ প্রসঙ্গে আলাপ করতে গিয়েই অন্যান্য কমিশনে বা প্রতিষ্ঠানে যে সংস্কারের বিষয়টি আসছে তাও আলোচনায় আসে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই এই কমিশনের সদস্যদের স্বেচ্ছায় পদত্যাগের বিষয়টি সামনে আসতে পারে, এমন আলোচনা হয়। আমি সদস্যদের সব বিষয় নিয়ে ভাবার জন্য বলেছি। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে কাউকে পদত্যাগ করার কথা বলিনি।" তিনি আরও বলেন, "চলতি সপ্তাহের আরও দু'দিন আছে। এর মধ্যেই আমরা আবারও বসব এবং মঞ্জুরি কমিশনের করণীয় কি, আমাদের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কার দরকার, এই কমিশনকে কিভাবে গতিশীল করা যায়, এসব বিষয় আলোচনা করে আগামী দিনে কমিশন পরিচালনার জন্য একটি রূপরেখা তৈরি করা হবে।"